পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
জেশপ বিল্ডিং (দ্বি-তল), ৬৩, এন. এস. রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্মারক সংখ্যা : ২৬১০/পিএন/ও/এক/ ১ই-৯/০৩ **তারিখ: ২৪। ০৬। ২০০৮**

প্রেরক : ডাঃ মানবেন্দ্রনাথ রায়
প্রধান সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রতি : জেলা শাসক
.....জেলা (সকল)

মহাশয়,

বিভিন্ন জেলা থেকে পদাধিকারী নির্বাচন প্রসঙ্গে সহ-যোজন নিয়ে আরও ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে । ঐগুলি নীচে ব্যাখ্যা করা হ'ল :-

(১) জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক, বীরভূমের স্মারক সংখ্যা-১৪৩৪২/পি তাং ২০. ০৬.২০০৮ । সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য সংরক্ষিত পদে মনোনীত প্রার্থীদের তপ: জাতি / উপজাতির শংসাপত্র প্রদান করেছিলেন । একজন মহিলা তপ: জাতি শংসাপত্র পেয়ে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেও পরে তা প্রত্যাহার করেছেন । বি.ডি.ও-র দেওয়া তপ: জাতির শংসাপত্রের ভিত্তিতে ঐ মহিলাকে উপপ্রধান পদে সহযোজিত করা যাবে কি ?

উঃ- যে ব্যক্তিকে সহযোজিত করার প্রস্তাব করা হচ্ছে তিনি যদি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য মনোনয়ন পত্র পেশ করে থাকেন - পরে ঐ মনোনয়ন পত্র তিনি প্রত্যাহার করে নিতে পারেন অথবা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারেন - এবং মনোনয়ন পত্র পেশ করার জন্য বি. ডি. ও-র কাছ থেকে তপ: জাতি / উপজাতির শংসাপত্র লাভ করে থাকেন তাহলে প্রধান বা উপপ্রধান পদে নির্বাচনের সময় ঐ শংসাপত্র গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে । কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য পূর্বে মনোনয়ন পত্র পেশ না করে থাকেন, তাহলে মহকুমা শাসকের কাছ থেকে পাওয়া তপ: জাতি / উপজাতির শংসাপত্র পেশ করতে হবে ।

(২) জেলা শাসক, বর্ধমানের স্মারক সংখ্যা-৫৪৩/পঞ্চায়েত তাং ১৯.০৬.২০০৮ ।

(ক) স্মারক সংখ্যা-২৪৫৬/পি.এন/ও/১ তাং ১০.০৬.২০০৮-এর ৫নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে কর্ম-কর্তা পদপ্রার্থীরা প্রতীক সহ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করবেন । কিন্তু পঃ বঃ পঞ্চায়েত (গঠন) নিয়মাবলী, ১৯৭৫ অনুযায়ী কর্ম-কর্তা নির্বাচনের প্রতীক সহ প্রতিদ্বন্দিতার বিষয়ে কিছু বলা নেই ।

উঃ- গ্রাম পঞ্চায়েত / পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদে পদাধিকারী নির্বাচনে ব্যালট পেপারে কোন প্রতীক চিহ্ন থাকবে না [পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গঠন) নিয়মাবলী, ১৯৭৫-এর ফর্ম ৫ দ্রষ্টব্য]

(খ) উক্ত স্মারকের ১ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে সহযোজিত সদস্য ছয় মাসের মধ্যে যদি নির্বাচিত না হন তাহলে তার সদস্যপদ বাতিল হবে । এই অবস্থায় কর্ম-কর্তা পদের জন্য নির্বাচন আবার অনুষ্ঠিত করতে হবে । এই নির্বাচনেও কি সহযোজনের বিষয় সম্পর্কিত ধারাটি কার্যকর হবে ? পূর্বে সহযোজিত সদস্যরা আবার কি সহযোজিত হতে পারবেন ?

উঃ- সদস্য সহযোজনের ব্যবস্থা শুধুমাত্র নির্বাচনের পর প্রথম সভায় পদাধিকারী নির্বাচনের জন্য করা যাবে । ছয় মাসের মধ্যে যদি আকস্মিক শূণ্য আসন থেকে সহযোজিত সদস্যকে নির্বাচিত করে আনা না যায় তাহলে ঐ সহযোজিত সদস্য স্বতঃসিদ্ধভাবে অপসারিত হয়েছেন বলে ধরে নিতে হবে । এরপর তাকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে পুনরায় সহযোজনের কোন সুযোগ নেই ।

(গ) উপসমিতি অথবা স্থায়ী সমিতির সদস্যসংখ্যা নির্বাচনের সময় সহযোজিত সদস্যদেরও সংখ্যা বিবেচনা করতে হবে কিনা ?

উঃ- গ্রাম পঞ্চায়েত / পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদে যত জন সদস্য সরাসরি নির্বাচিত হয়ে এসেছেন ঐ সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে উপসমিতি / স্থায়ী সমিতি গঠন করতে হবে । যেহেতু সহযোজিত সদস্যকে অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়টি একটি সাময়িক ব্যবস্থা এবং ছয় মাসের মধ্যে অতিরিক্ত সদস্যপদটি থাকছে না, এই উপসমিতি / স্থায়ী সমিতি গঠনের সময় সহযোজিত সদস্যকে মোট সদস্য সংখ্যার জন্য বিবেচনা করা হবে না ।

(৩) কৃষ্ণনগর - ২ নং ব্লকের বি.ডি.ও টেলিফোনে ব্যাখ্যা চেয়েছেন ।

প্রঃ- প্রথম সভা থেকে কতদিনের মধ্যে একটি আসনের শূণ্যতা তৈরী করতে হবে সহযোজিত সদস্যের ঐ আসনে নির্বাচনের জন্য ?

উঃ- প্রথম সভার পর ছয় মাসের মধ্যে সহযোজিত সদস্যকে কোন শূন্য আসন থেকে নির্বাচিত করে আনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল এবং ঐ ব্যক্তির । সহযোজনের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সর্বাধিক তিনমাসের মধ্যে জেলা স্তর থেকে ঐ শূণ্য আসনের প্রতিবেদন রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য সরকারের কাছে না পৌঁছলে ছয় মাসের মধ্যে ঐ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা সম্ভব না হতে পারে । তাই প্রথম সভা থেকে দুই মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলকে একটি আসন শূণ্য করা উচিত হবে । প্রথম সভা থেকে তিন মাসের মধ্যে ঐ শূণ্য আসনের প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন আধিকারিক এবং জেলা শাসক মারফৎ রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য সরকারের কাছে অবশ্যই পাঠাতে হবে ।

(৪) জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, বাঁকুড়া স্মারক সংখ্যা-৯৩১/পি.আর.ডি তাং ২৩.০৬.২০০৮ ।

(ক) স্মারক সংখ্যা-২৪৫৬/পি.এন/ও/১ তাং ১০.০৬.২০০৮-এর অনুচ্ছেদ-১(গ) অনুযায়ী সহযোজিত সদস্যকে অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যের সঙ্গে সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য শপথ নিতে হবে । কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে এই ধরনের ব্যবস্থায় যখন প্রধানমন্ত্রী রূপে কাউকে সহযোজিত করা হয়, তখন তিনি মন্ত্রী হওয়ার জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৫(৪) অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে শপথ নেন । পরে নির্বাচিত হলে অনুচ্ছেদ ৯৯ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বা তাঁর কোন প্রতিনিধির (স্পীকার বা উপ-রাষ্ট্রপতি) কাছে সংসদের সদস্য হওয়ার জন্য শপথ গ্রহণ করেন । যেহেতু পঞ্চায়েত আইনে পদাধিকারীর, পদাধিকারী হওয়ার জন্য শপথ নেওয়ার কোন অবকাশ নেই, তাই নির্বাচিত হওয়ার পর সদস্য হওয়ার জন্য শপথ নেওয়া ও সদস্যের যোগ্যতা অর্জন করা ভারতীয় সংবিধানের পরিপন্থী হতে পারে ।

উঃ- লোকসভায় সহযোজিত করার যে ব্যবস্থা সংবিধানে আছে তা পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় । পঞ্চায়েতের পদাধিকারী মনোনীত হন না, তিনি ঐ পঞ্চায়েতের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন । সহযোজিত সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য তার শপথ নেওয়া প্রয়োজন - এই রীতি অসাংবিধানিক নয় । ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচিত হওয়ার পর তাকে নির্বাচিত সদস্য হিসেবে পুনরায় শপথ নিতে হবে ।

(খ) অনুচ্ছেদ-১(ঘ) অনুযায়ী সহযোজিত সদস্য সাধারণ সদস্যের ন্যায় সকল দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন ।

উঃ-পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত নির্বাচন আইন, ২০০৩-এর ২০ নং ধারার বিধান খুব স্পষ্ট । সহযোজিত সদস্য সাধারণ সদস্যের ন্যায় সকল দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে ।

(গ) অনুচ্ছেদ-১(ঘ) অনুযায়ী সহযোজিত সদস্যকে ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচিত হতে হবে । নির্বাচিত হতে হলে, কোন একজন সদস্যকে পদত্যাগ করতে হবে । পদত্যাগ করার পর সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক - জেলা শাসক - পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর মারফৎ, রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে । সমগ্র প্রক্রিয়াটি ৬ মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে । এমতাবস্থায় কৃত্রিম শূণ্যস্থান সৃষ্টি করার জন্য, পদত্যাগের একটি নিদ্রিষ্ট সময়সীমা, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতি না থাকলে, সমগ্র প্রক্রিয়াটি ৬ মাসের মধ্যে শেষ করা নাও সম্ভব হতে পারে ।

উঃ- ৩ নং প্রশ্নের উত্তরটি দেখতে হবে ।

(ঘ) সহযোজিত সদস্য শপথ নিলে এবং সাধারণ সদস্যের ক্ষমতা অর্জন করলে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতে ১ জন সদস্য আপাতত বেড়ে যাবে, যা নির্বাচন ক্ষেত্রের চেয়ে বেশী । অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৫-এর ধারা-৪ ও পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত নির্বাচন আইন, ২০০৩-এর ধারা ১২-এর পরিপন্থী । গ্রাম পঞ্চায়েতে উপসমিতি গঠনের সময় সহযোজিত সদস্যসংখ্যা কি যুক্ত করা হবে ?

উঃ- ২(গ) নং প্রশ্নের উত্তরটি দেখতে হবে ।

জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, বাঁকুড়া স্মারক সংখ্যা-৯৩১/পি.আর.ডি তাং ২৩.০৬.২০০৮ ।

প্রঃ- স্মারক সংখ্যা-২৪৫৬/পি.এন/ও/১ তাং ১০.০৬.২০০৮-এর অনুচ্ছেদ-১(খ) অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলকে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত করতে হবে । কিন্তু দরখাস্ত গ্রহণ হল কিনা ঐ সদস্য কি ভাবে জানবেন? নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কি কোন চিঠি দিয়ে ঐ সদস্যকে সবায় আসার জন্য বলবেন ? বললে কি ভাবে বলবেন ?

উঃ- যে রাজনৈতিক দল সহযোজনের প্রস্তাব দিয়েছে, সেই দলের দায়িত্ব হলো প্রস্তাবিত ব্যক্তিকে প্রথম সভার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদে উপস্থিত করা । প্রিসাইডিং অফিসার, বি.ডি.ও বা মহকুমা শাসক বা জেলা শাসকের কাছে জমা দেওয়া স্মারক পত্রটি যার উপর ঐ কর্তৃপক্ষ সম্মতি জানিয়েছেন

তার প্রতিলিপি প্রস্তাবিত ব্যক্তির হাতে দেবেন । ঐ প্রতিলিপির ভিত্তিতে প্রস্তাবিত ব্যক্তি প্রথম সভায় অংশ গ্রহণ করবেন ।

আপনার বিশ্বস্ত,

স্বাঃ- মানবেন্দ্রনাথ রায়
প্রধান সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক সংখ্যা : ২৬১০/ ১(২)/পিএন/ও/এক/ ১ই-৯/০৩ তারিখ: ২৪। ০৬। ২০০৮

প্রতিলিপি জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রেরিত হল :

১. কমিশনার, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পঞ্চায়েত ভবন, কলকাতা-৭০০ ০০১ ।

২. জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক .....জেলা ।

যুগ্মসচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার